কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার

<u>আপিল বিভাগ</u>

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত

২০২১ সালের ডব্লিউপিএ ১১৮২৯

মেসার্স সুধীর চন্দ্র দাস এবং পুত্রগন এবং আরেকজন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্য - শ্রীমান অজয় দেবনাথ

শ্রীমান প্রদীপ কর

শ্রীমান সুজিত সাহা

শ্রীমান দেবরঞ্জন দাস

শ্রীমতি এস দত্ত

..... আইনজীবী

রাজ্যের পক্ষে - শ্রীমান সুশোভন সেনগুপ্ত

শ্রীমান সুবীর পাল

শুনানি : ০১.০৫.২০২৩

রায়: ১৭.১০.২০২৩

বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত, -

১. এটি ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন ২৪.০৯.২০১৯ এবং ১২.০৪.২০২১ তারিখের বিতর্কিত আদেশ বাতিল করার জন্য এবং ডিস্ট্রিবিউটরশিপের সমাপ্তি আদেশ প্রত্যাহারের জন্য প্রার্থনা করছে লাইসেন্স।

২. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত জ্ঞানী আইনজীবী নিম্নরূপ জমা দিয়েছেন। বর্তমান রিট পিটিশনে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ বিচার করা হবে। (ক) পরিদর্শন প্রতিবেদনটি ২৩.০৩.২০১৮ তারিখের কথিত কারণ দর্শানোর নোটিশ সরবরাহ করা উচিত কিনা। (খ) একজন ব্যক্তি তার নিজস্ব কারণের বিচারক হতে পারেন। যেহেতু অভিযুক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ তারিখ ২৩.০৩.২০১৮, অভিযুক্ত সাসপেনশন অর্ডার ২৭.০৪.২০১৮ এবং বিতর্কিত অবৈধ সমাপ্তি পত্র তারিখ ২১.০৫.২০১৮ জেলা নিয়ন্ত্রক দ্বারা পাস করা হয়েছিল, সেগুলি আইনের দৃষ্টিতে টেকসই ছিল না। (গ) ডেপুটি ডিরেক্টর (লাইসেন্স) দ্বারা গৃহীত প্রথম আপিল অর্ডার তারিখ ১৯.১১.২০১৯ দ্বারা পাস করা আদৌ ন্যায়সঙ্গত ছিল কি না। আপিল কর্তৃপক্ষ আবেদনকারী/আবেদনকারীদের দ্বারা পছন্দ করা ভিত্তিতে কোনও গুরুত্ব দেয়নি বা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনও মন প্রয়োগ করেনি (ঘ) আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গণবন্টন ব্যবস্থা (রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ২০১৩-এর অধীনে কী ব্যবস্থা বিবেচনা করা হয়েছিল তা উত্তরদাতারা উল্লেখ করেছেন কি না। এমনকি ১৯৫৫ সালের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনেও (১৯৫৫ সালের ১০ নং আইন) জরিমানা আরোপের প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনও গুঞ্জন ছিল না। (ঙ) ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ২৯ নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ২৩.০৩.২০১৮ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশের জন্য তদন্ত প্রতিবেদন না দেওয়া আদৌ বৈধ ছিল কি না (চ) উত্তরদাতারা পরিদর্শন থেকে আবেদনকারীর লাইসেন্স বাতিল হওয়া পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়ার ন্যায্যতা অনুসরণ করেছেন কি না। ২৯.১১.২০১৬ দক্ষিণ ২৪-পরগনায়, পশ্চিমবঙ্গের জেলা কমিটি এম. আর. ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশন জমা দিয়েছে জেলা নিয়ন্ত্রকের কাছে একটি প্রতিনিধিত্ব (খাদ্য ও সরবরাহ) দক্ষিণ ২৪

-পরগনা, বিবাদী নং ৪, দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্যা/সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছিলেন, সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু, আজ পর্যন্ত রাজ্যের প্রান্ত থেকে কোনও সমাধান হয়নি। রাজ্য থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে, পশ্চিমবঙ্গ এম.আর. ডিস্ট্রিবিউটরস অ্যাসোসিয়েশনের "সাউথ ২৪-পরাগান জেলা কমিটি" ২১.০৮.২০১৭ এবং ৩১.০৮.২০১৭ তারিখে দক্ষিণ ২৪-পরাগান জেলা নিয়ন্ত্রক (খাদ্য ও সরবরাহ), দক্ষিণ ২৪-পরাগানের কাছে পুরানো বকেয়া পরিবহন রিবেট বিল পরিশোধের জন্য দুটি লিখিত আবেদন পাঠিয়েছে। শুধু তাই নয়, ২০০২ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ৫৩,৮১,২৩৬/- টাকার পরিবহন রিবেট এবং এপ্রিল ২০১৫ থেকে মে ২০১৫ পর্যন্ত ৪,১৪,০৮,৫৭০/- টাকার পরিবহন রিবেট বিচারাধীন ছিল, বরং সেই বিষয়ে জেলা নিয়ন্ত্রক (এফএন্ডএস) অভিযোগটি গ্রহণ করেছেন এবং যুগ্ম পরিচালক (সরবরাহ) অধিদপ্তর ডি.ডি.পি.-কে নির্দেশ দিয়েছেন। & S-কে বিবেচনা করতে হবে। ২০১৯ সালের W.P. No. 9933 (W) এ পাস করা আদেশে বলা হয়েছে যে আবেদনকারীকে চাল, গম এবং চিনি পণ্যগুলি নতুন সংযুক্ত M/R পরিবেশক মেসার্স রাধাকৃষ্ণ রায়ের কাছে স্থানান্তর করার অনুমতি দেওয়া উচিত। ফলে, আসলে কোনও ঘাটতি ছিল না। (১৯৭৮) ১ SCC পৃষ্ঠা ১-এ রিপোর্ট করা মানেকা গান্ধী বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ন্যায়বিচার কেবল করা উচিত নয়, বরং করা হয়েছে বলে মনে করা হয়েছিল। খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের সচিব কর্তৃক ১৩.০৪.২০২১ তারিখের আপিল আদেশের ক্ষেত্রে কোনও পর্যবেক্ষণ ছিল না। বরং, এটি ১৯.১১.২০১৯ তারিখের পরিচালক, DDP & S-এর আপিল আদেশের একটি কপি-পেস্ট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অধিকন্তু, যদিও আবেদনকারীরা ২০১৯ সালে আপিল দায়ের করেছিলেন, তবুও আদেশটি ১২.০৪.২০২১ তারিখে পাস করা হয়েছিল এবং ১৩.০৪.২০২১ তারিখে আবেদনকারীদের কাছে জানানো হয়েছিল। কিন্তু, নিয়ন্ত্রণ আদেশ ২০১৩ এর ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আদেশ ছিল যে এই ধরনের আদেশ দুই মাসের মধ্যে পাস করতে হবে। মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে

আবেদনকারীদের কার্যক্রম বন্ধ এবং/অথবা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল, কারণ তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের আদেশ জারি করা হয়েছিল। ফলে, ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বাধ্যতামূলক ষাট দিনের দেওয়ানি কার্যকলাপ ছিল এবং তাই, নিয়ন্ত্রণ আদেশের ৩২ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিধিবদ্ধ সময়কাল বাধ্যতামূলক ছিল, নির্দেশিকা নয়। বিরোধিতার হলফনামার ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে, বিবাদীরা বলেছেন যে এগুলি সমস্ত রেকর্ডের বিষয় এবং রেকর্ডের বিপরীত এবং/অথবা অসঙ্গতিপূর্ণ যেকোন কিছু রিট আবেদনের ১, ২, ৩, ৪ নম্বর অনুচ্ছেদের রেফারেন্সে অস্বীকার এবং বিতর্কিত করা হয়েছিল, যখন ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে আবেদনকারীরা বলেছিলেন যে আজ পর্যন্ত কোনও পরিদর্শন প্রতিবেদন আবেদনকারীদের সরবরাহ করা হয়নি, বিরোধিতার হলফনামার অন্যান্য সমস্ত অনুচ্ছেদ স্পষ্টতই অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না যা অপ্রয়োজনীয় ছিল। এটা স্পষ্ট যে বিবাদীরা ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশ মোটেও বিবেচনা করেননি। রিট আবেদনের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে, আবেদনকারীরা নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছিলেন - (ক) (১৯৯১) ৩ এসসিসি ৩৮ (ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য সংস্থা বনাম ই.জি. নাম্বুদিরি); (খ) (১৯৮৬) ২ এসসিসি ৭৬৯ (ভারতের নিয়ন্ত্রক ও অডিটর জেনারেল, জ্ঞান প্রকাশ, নয়াদিল্লি এবং অন্য একটি বনাম কে.এস. জগন্নাথন এবং অন্য একটি; (গ) (১৯৯০) ২ এসসিসি ৪৮ (মেসার্স এম.এস. নাজি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা বনাম বিহার রাজ্য এবং অন্যান্য সংস্থা)।

৩. রাজ্য উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে উপস্থিত শিক্ষিত পরামর্শ নিম্নরূপ জমা দেওয়া হয়েছে। ছয় সদস্যের একটি দল দ্বারা একটি পরিদর্শন পরিচালিত হয়েছিল (i) জেলা নিয়ন্ত্রক, খাদ্য ও সরবরাহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা; (১) মহকুমা নিয়ন্ত্রক, খাদ্য ও সরবরাহ, ক্যানিং; (iii) দুটি পরিদর্শনকারী দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা নিয়ন্ত্রক, খাদ্য ও সরবরাহের কর্মী; (iv) দুজন

১৪.০৩.২০১৮ তারিখে সাব-ডিভিশনাল কন্ট্রোলার, খাদ্য ও সরবরাহ, ক্যানিং-এর কর্মীদের এম.আর. ডিস্ট্রিবিউটর পয়েন্ট মেসার্স সুধীর চন্দ্র দাস অ্যান্ড সন্স, এমআর ডিস্ট্রিবিউটর, ডাকঘর এবং পুলিশ স্টেশন - গোসাবা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পরিদর্শনকালে বেশ কিছু অসঙ্গতি পাওয়া যায়। এই পরিদর্শনের ভিত্তিতে, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ জেলা নিয়ন্ত্রক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, খাদ্য ও সরবরাহ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ২৩.০৩.২০১৮ তারিখে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয় এবং রিট আবেদনকারীকে তা প্রদান করা হয়। উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশে, একই অসঙ্গতি পাওয়া যায়। যদি কেউ ২৩.০৩.২০১৮ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মের সাথে পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মের তুলনা করে, তাহলে এটা স্পষ্ট যে, রিট আবেদনকারীকে এই ধরনের কারণ দর্শানোর নোটিশের বিরুদ্ধে জবাব দাখিলের সময় যদি এই ধরনের পরিদর্শন প্রতিবেদন নাও দেওয়া হয়, তবুও এখানে রিট আবেদনকারীর উপর কোনও পক্ষপাত করা হয়নি কারণ কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন উভয়ের অনিয়ম একই ছিল। এখানে রিট আবেদনকারীকে এই ধরনের পরিদর্শন প্রতিবেদন সরবরাহ না করার মাধ্যমে, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের কোনও লঙ্ঘন হয়নি। অন্য কথায়, এখানে রিট আবেদনকারীকে এই ধরনের অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন সরবরাহ করতে ব্যর্থতার ফলে কার্যত কার্যক্রম বাতিল ঘোষণা করা হবে না এবং শাস্তির আদেশ অকার্যকর এবং অকার্যকর ঘোষণা করা হবে না। এখানে রিট আবেদনকারীর পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা এবং প্রমাণ করা যে পরিদর্শন প্রতিবেদন সরবরাহ না করার ফলে পক্ষপাত সৃষ্টি হয়েছে এবং ন্যায়বিচারের অপচয় হয়েছে। এই ক্ষেত্রে রিট আবেদনকারী সেই বিষয়ে মাননীয় আদালতকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম ছিলেন। বরখাস্তের আদেশ এবং জরিমানা আরোপের আদেশ

সমাপ্তির পাশাপাশি জরিমানা আরোপের আদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলাদা করা যায়নি। (২০১১) ২ এস. সি. সি. ৩১৬ অনুচ্ছেদ ৪১ এবং (২০০৩) ৬ এস. সি. সি. ৪০১-এ এই বিষয়ে রাখা হয়েছিল। ৩১ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে অর্থাৎ, নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩-এর বিতরণের অনিয়ম মোকাবেলার পদ্ধতি অনুসারে, এখানে রিট আবেদনকারীদের মতো ভুল কর্মীদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার পাশাপাশি স্থগিতাদেশ জারি করার জন্য জেলা নিয়ন্ত্রকের কাছে বিনিয়োগের ক্ষমতার স্পষ্ট উল্লেখ ছিল এবং তাই, নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩-এ অন্তর্ভুক্ত বিধান অনুসারে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হিসাবে জেলা নিয়ন্ত্রক উপরে বর্ণিত আইনের আশ্রয় নেওয়ার কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত পয়েন্ট নং (ঘ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে, নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩-এর ৩২ অনুচ্ছেদের পাঠ প্রয়োজন ছিল। কোনও সংবিধিবদ্ধ আধিকারিককে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছিল কিনা, তা ডিরেক্টরি হবে এবং বাধ্যতামূলক নয় এবং নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩-এর ৩২ অনুচ্ছেদের প্রকৃতি পদ্ধতিগত ছিল। ২০১৩ সালের নিয়ন্ত্রণ আদেশের ১ নং অনুচ্ছেদের ৩২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, পরিচালক রিট আবেদনকারীর মতো ব্যক্তিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার পরে আপিল প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে যতদূর সম্ভব আপিল নিষ্পত্তি করবেন এবং উল্লিখিত আপিলের বিধানগুলিতে কোনও নেতিবাচক শব্দ ছিল না এবং আপিলের জন্য উল্লিখিত বিধানগুলি পদ্ধতিগত হিসাবে বিবেচিত হবে। রিট আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যা এখানে জেলা নিয়ন্ত্রকের আদেশ থেকে স্পষ্ট হবে, পরিচালক, জেলা বিতরণ সংগ্রহ ও সরবরাহ, খাদ্য দফতরের আদেশ/সিদ্ধান্ত এবং সরবরাহ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তারিখ ১৫.১১.২০১৯ পাশাপাশি

১২.০৪.২০২১ তারিখের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের সচিবের সিদ্ধান্ত। এই সমস্ত সংবিধিবদ্ধ আপিল কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা নিয়ন্ত্রক, খাদ্য ও সরবরাহের আদেশ/সিদ্ধান্তের ফলাফলের সাথে একমত পোষণ করেছেন, রিট আবেদনকারীদের লাইসেন্স বাতিল করার পাশাপাশি আইনগত বিধান অনুসারে জরিমানা আরোপের সাথে এবং কর্তৃপক্ষের আদেশে প্রতিফলিত হয়েছে যে কারণ দর্শানোর নোটিশে অন্তর্ভুক্ত অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত শুনানির সময় এখানে রিট আবেদনকারীদের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে দোষ স্বীকার করা হয়েছিল। পদ্ধতিগত বিধানগুলির উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছিল এমন একটি ডিরেক্টরি হিসেবে যার জন্য (2011) 4 SCC 306 এবং (2003) 8 SCC 498 এর উদ্‌ধৃতি দেওয়া হয়েছিল। নিয়ন্ত্রণ আদেশ, 2013 এর ধারা 31(C) অনুসারে, জেলা নিয়ন্ত্রক, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ, দক্ষিণ 24 পরগনা লাইসেন্সধারী অর্থাৎ রিট আবেদনকারীদের শুনানির সুযোগ দিয়েছেন এবং রিট আবেদনকারীর প্রতিনিধির দাখিলকৃত আবেদনগুলি শুনানির পর এবং এই মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক রেকর্ডগুলি পর্যালোচনা করার পর, 21.05.2018 তারিখে একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ জারি করেছেন, যার ফলে এখানে রিট আবেদনকারীদের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে এবং অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে জরিমানাও আরোপ করা হয়েছে এবং এই জরিমানা আরোপ করার সময়, জেলা নিয়ন্ত্রক, খাদ্য ও সরবরাহ, দক্ষিণ 24 পরগনা, সংশ্লিষ্টদের অনুমোদন নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জরিমানার পরিপ্রেক্ষিতে একটি পরিসংখ্যানে এসেছেন যার পরিমাণ 1000 টাকা। ৩৯, ০০, ২১, ৩৪৫/- এবং এই জরিমানা আরোপের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জেলা বিতরণ, সংগ্রহ ও সরবরাহ পরিচালকের আদেশ দ্বারা সংশোধন করা হয়েছে, ১৫.১১.২০১৯ তারিখের আদেশ এবং বর্ণিত জরিমানা আরোপের পরিমাণ অনুসারে ৩৪,৫৬,২১,০২৫.১৭ টাকা

উপরে, জেলা নিয়ন্ত্রক, খাদ্য ও সরবরাহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার নির্দেশে, আইন, বিশেষ করে ধারা ৩১(গ) এবং নিয়ন্ত্রণ আদেশ, ২০১৩ এর তফসিল-'খ' অনুসারে।

৪. আমি পক্ষগুলির আইনজীবীদের কথা শুনেছি এবং রিট পিটিশন, হলফনামা এবং জমা দেওয়ার লিখিত নোটগুলি পড়েছি।

৫. এটি আইনের একটি স্থির অবস্থান যে এই আদালত বিতর্কিত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারে না এবং উপলব্ধ প্রমাণ এবং/অথবা উপকরণগুলি সূক্ষ্মভাবে মূল্যায়ন করতে পারে না। এই আদালত কেবল তখনই তার এখতিয়ার প্রয়োগ করবে যদি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করা হয় বা বিতর্কিত আদেশগুলি তাদের মুখে একেবারে বিকৃত হয়।

৬. প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের প্রশ্নের বিষয়ে আবেদনকারীর দ্বারা গৃহীত প্রথম বিষয়টি হল যে পরিদর্শন প্রতিবেদন সরবরাহ না করা পর্যন্ত শুনানির যথাযথ সুযোগ দেওয়া হয়নি।

৭. পরিদর্শনের সময় নিম্নলিখিত অসঙ্গতিগুলি পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে-

ক্রমিক নং	নিয়ন্ত্রণ ক্রম	পি. ডি. এস-এর অনিয়ম লঙ্ঘন
১	এম. আর. ডিস্ট্রিবিউটরের গুদাম. পি. ডি. এস নিয়ন্ত্রণ আদেশ	২৯ নং অনুচ্ছেদে রেট বোর্ড এবং স্টক বোর্ডের অনুপস্থিতি [I (বি), (সি) এর ৫-এর লাইসেন্সিং শর্ত।
২	সঠিক স্টক গ্রহণ স্টক হিসাবে করা যাবে না কন্ট্রোল অর্ডার বজায় রাখার জন্য গণনাযোগ্য অবস্থানে ছিল না এম. আর-এর গুদামে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা।	পি. ডি. এস-এর ২৯ (৩) অনুচ্ছেদ
৩	অনেক চাল এবং গমের ব্যাগ জড়ো করা হয়েছিল গুদামের গেটের সামনে এবং আপাতদৃষ্টিতে। নিয়ন্ত্রণ আদেশ সেই ব্যাগগুলির চালের গুণমান খারাপ ছিল।	পিডিএসের অনুচ্ছেদ ২৯ (৯)
৪	তার ট্যাগ করা ব্যবসায়ীদের কাছে সঠিকভাবে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়নি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে।	পি. ডি. এস পণ্যের লাইসেন্সের শর্ত এস. এল. নং ২।

৮. জেলা নিয়ন্ত্রকের জারি করা ২৩.০৩.২০১৮ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশে একই অসঙ্গতি পাওয়া গেছে। অন্য কথায়, কারণ দর্শানোর নোটিশটি কেবল পরিদর্শনের একটি স্পষ্ট উল্লেখই করেনি, তবে পরিদর্শন প্রতিবেদনে যা কিছু রয়েছে তাও অন্তর্ভুক্ত করেছে। অতএব, কমপক্ষে এই স্কোরের ভিত্তিতে, আবেদনকারী দাবি করতে পারবেন না যে পরিদর্শন প্রতিবেদন সরবরাহ না করার জন্য তিনি কোনও কুসংস্কারের শিকার হয়েছেন।

৯. উপরন্তু, নিয়ন্ত্রণ আদেশের ৩১ অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে, জেলা নিয়ন্ত্রককে কোনও ভুল পরিবেশকের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর পাশাপাশি স্থগিতাদেশ জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

১০. নিয়ন্ত্রণ আদেশের ৩২ অনুচ্ছেদে উপস্থিত "যতদূর সম্ভব, আপিল নিষ্পত্তি করবে" অভিব্যক্তিটি মূলত বিধান নির্দেশিকাকে বাধ্যতামূলক নয় এবং বাধ্যতামূলক নয়। এটি এই সত্য ছাড়াও যে উক্ত বিধানটি পদ্ধতিগত আইনের সাথে সম্পর্কিত।

১১. অতএব, কোনও ধারণার দ্বারা, এটি ধরে নেওয়া যায় না যে দ্বারা সংঘটিত প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির কোনও লঙ্ঘন হয়েছিল অভিযুক্ত ফলাফলগুলিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ।

১২. এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি বেশ গুরুতর ছিল এবং তাই যথাযথভাবে মোকাবিলা করা প্রয়োজন।

১৩. বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সকল ক্ষেত্রে জরিমানা নির্ধারণের জন্য একটি সরলরেখা সূত্র তৈরি করা প্রয়োজন নয় এবং সর্বদা বাস্তবসম্মতও নয়। এর অর্থ এই নয় যে, এই ধরণের কোনও নির্দিষ্ট সূত্রের অভাবে, কোনও জরিমানা আরোপ করা যাবে না। বিপরীতে, নিয়ন্ত্রণ আদেশের ধারা 31(c) এবং তফসিল B অনুসারে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনক্রমে, অন্যায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে জরিমানা আরোপ করা হয়েছিল, এটি একটি বেশ যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তীকালে জেলা বিতরণ পরিচালকের আদেশে জরিমানাটি সংশোধন করা হয়েছিল।

১৪. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত বিতর্কিত আদেশগুলিতে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পায় না।

১৫. তদনুসারে, রিট পিটিশনটি অবশ্য খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই খারিজ করা হয়।

১৬. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি সকল আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, আবেদন করা হলে, পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে।

(বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal